



949 - কখন আল্লাহর ভালোবাসা আযাব থেকে নাজাতের কারণ হবে?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে সে কি জাহান্নামে প্রবেশ করবে? অনেকে ইহুদী ও খ্রিস্টান কাফরে আছে যারা আল্লাহকে ভালোবাসে। অনুরূপভাবে পাপী মুসলিমও আল্লাহকে ভালোবাসে। সে কখনও বলবে না যে, আমি আল্লাহকে ঘৃণা করি। এ বিষয়টি কি একটু ব্যাখ্যা করা যায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এ মাসালাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

ভালোবাসা চার প্রকার। এ প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে জানা আবশ্যকীয়। এ ভালোবাসাগুলোর মাঝে পার্থক্য করতে না পারার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে:

১. আল্লাহকে ভালোবাসা। শুধু এই ভালোবাসা আল্লাহ থেকে ও তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং সওয়াব লাভে সফলকাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ মুশরিকেরো, কবুশ-পূজারীরা, ইহুদীরা এবং অন্যান্য অনেকে আল্লাহকে ভালোবাসে।
২. আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসেন সেটাকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসা ব্যক্তিকে ইসলামে প্রবেশে করায় ও কুফর থেকে বের করে আনে। এই ভালোবাসা সর্বাধিক প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়।
৩. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এই ভালোবাসা দ্বিতীয় প্রকারের ভালোবাসার সম্পূর্ণ। ‘আল্লাহর জন্য ভালোবাসা’ ব্যতীত আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসেন সেটাকে ভালোবাসা যথাযথ হতে পারে না।
৪. আল্লাহর সাথে ভালোবাসা। এটি শরিকপূর্ণ ভালোবাসা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে ভালোবাসে; আল্লাহর জন্যও নয়, আল্লাহর কারণেও নয়—তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করল। এটাই হচ্ছে মুশরিকদের ভালোবাসা।

পঞ্চম প্রকার আরেকটি ভালোবাসা আছে সেটা আমরা যে বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করছি সেটোর মধ্যে পড়ে না। সে ভালোবাসা হচ্ছে মানুষের সহজাত ভালোবাসা। তা হচ্ছে- মানুষের প্রবৃত্তির সাথে যা কিছু খাপ খায় সেটোর প্রতিটান। যমেন



পপিসার্ত ব্যক্তি পানকি ভালোবাসে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খিবার ভালোবাসে। ঘুম, স্ত্রী-সন্তানরে প্রতী ভালোবাসা। এ ধরণরে ভালোবাসা নিন্দনীয় নয়; যদি না সটো ব্যক্তিকে আল্লাহর যকিরি থেকে ও তাঁর ভালোবাসা থেকে দূরে না রাখে। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেন: “হে মুমনিগণ! তমোদরে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যনে তমোদরেককে আল্লাহর যকিরি থেকে দূরে না রাখে।” [সূরা মুনাফকিন, আয়াত: ৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “এমন লোকরো, যাদরেককে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বক্রয় আল্লাহর যকিরি থেকে, নামায় কায়মে করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে দূরে না রাখে। [সূরা নূর, আয়াত: ৩৭] [আল-জাওয়াব আল-কাফী (১/১৩৪)]

তনি আরও বলেন:

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর সাথে ভালোবাসার মাঝে পার্থক্য: এ পার্থক্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যকে মানুষরে প্রয়োজন, বরং জরুরী এ ভালোবাসাদ্বয়রে মাঝে পার্থক্য জানা। কারণ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ঈমানরে পূর্ণতার অংশ। আর আল্লাহর সাথে ভালোবাসা নরিটে শরিক। এ দুটোর মাঝে পার্থক্য হলো—

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসারই অনুবর্তী। কেননা বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহর ভালোবাসা স্থান করে নিয়ে তখন এ ভালোবাসা আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসনে সসেবকও ভালোবাসা অবধারতি করে তোলে। আর যখন বান্দা আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসে সটোকো ভালোবাসে; তখন সো ভালোবাসাটা হয় আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর কারণে। যমেন—

বান্দা আল্লাহর রাসূলগণকে ভালোবাসে, তাঁর নবীগণকে ভালোবাসে, তাঁর ফরেশেতাগণকে ভালোবাসে, তাঁর বন্ধুগণকে ভালোবাসে; কারণ আল্লাহ এদেরকে ভালোবাসনে। আর আল্লাহ যাদরেককে ঘৃণা করনে; আল্লাহ ঘৃণা করার কারণে সোও তাদরেককে ঘৃণা করে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার আলামত হচ্ছে—আল্লাহর কোন শত্রু যদি তার প্রতিকনে ইহসান করে, তার কোন সবো করে, তার কোন প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ে তদুপরি ঐ শত্রুর প্রতি তার ঘৃণাবোধ ভালোবাসাতে রূপান্তরতি হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহর কোন প্রিয় ব্যক্তি যদি তাকে ঘৃণা করে কথিবা কষ্ট দেয়ে; হয়তো ভুলক্রমে বা তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে ইচ্ছা করে, বা ভুল-ব্যাখ্যার বশবর্তী হয়ে বা ইজতহিদগত কারণে কথিবা বদ্রোহবশতঃ যা থেকে ঐ ব্যক্তি তওবা করছে; তদুপরি তার প্রতি যো ভালোবাসা ছিল সটো ঘৃণাতে রূপান্তরতি হয় না।

গটো দ্বীন ভালোবাসা ও ঘৃণা-র এ চারটি নীতির উপর আবর্ততি হয়। এ দুটোর উপর কিছু কর্ম করা ও কিছু কর্ম না করা নরিভর করে। যো ব্যক্তির ভালোবাসা, ঘৃণা, পালন ও বর্জন আল্লাহর জন্য সো ব্যক্তি তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করছে। অর্থাৎ ভালোবাসলে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। ঘৃণা করলে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে। কিছু করলে আল্লাহর জন্য করে। কিছু বর্জন করলে আল্লাহর জন্য বর্জন করে। এ চারটি শরণীর মধ্যে যো অনুপাতে ঘটতি হবে তার ঈমান ও দ্বীনদারতিও সো অনুপাতে ঘটতি হবে।



এর বিপরীতে রয়েছে আল্লাহর সাথে ভালোবাসা। সটো দুই প্রকার: এক প্রকার যা ব্যক্তির মূল তাওহদিয়ে উপর আঘাত হানে। আর অন্য প্রকার যা পরপূর্ণ একনিষ্ঠতা ও আল্লাহর ভালোবাসার উপর আঘাত হানে; কিন্তু ইসলাম থেকে খারজি করে দেয় না।

প্রথম প্রকার: যমেন- মুশরকিগণ কর্তৃক তাদের মূর্তিগুলিকে ও আল্লাহর শরীকদারগুলিকে ভালোবাসা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালোবাসে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৫] এ সকল মুশরকিগণ তাদের প্রতিমা, মূর্তি ও উপাস্যগুলিকে আল্লাহর সাথে ভালোবাসে; যতবে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। এ ধরণের ভালোবাসা হচ্ছে- উপাসনা ও মতৈরী শ্রণীর ভালোবাসা; যে ভালোবাসার অনুবর্তী ভয়, আশা, ইবাদত ও দোয়া। এ ধরণের ভালোবাসাই- শরিক; আল্লাহ যা কক্ষমা করবেন না। এই শরীকদার উপাস্যদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ও এদেরকে চরম ঘৃণা করা ছাড়া, এদের পূজারীদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ছাড়া ঈমান অর্জিত হব না। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পরেণ করছেন, তাঁর কতিবসমূহ নাযলি করছেন, এই শরিকী ভালোবাসাপোষণকারীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন। এই ভালোবাসা পোষণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী ও তাঁর কারণে এদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর আরশ থেকে শুরু করে জমনি পর্যন্ত অন্য যা কিছু উপাসনা করবে সে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত সটোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাঁর সাথে শরিক করল; সে উপাস্য যাই হোক না কেন। সে উপাস্য থেকে বান্দা নিজেরে বরৈতি ঘোষণা করা কতই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রকার: আল্লাহ তাআলা মানব অন্তরে যা কিছু সুশোভিত করছেন সেগুলোর প্রতি ভালোবাসা; যমেন-নারী, সন্তানসন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, ভাল জাতের সুন্দর ঘোড়া, গবাদি পশু (উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল), জমি। জবৈকি চাহিদা থেকে এগুলোর প্রতি ভালোবাসা। উদাহরণতঃ কৃষ্যধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি ভালোবাসা। পিপাসার্ত ব্যক্তির পানির প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা তিনি ধরণের হতে পারে:

-বান্দা যদি আল্লাহর কাছে পঠেঁছা, তাঁর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য সম্পাদনের উপকরণ হিসেবে এগুলিকে ভালোবাসে তাহলে এ ভালোবাসার জন্য সে সওয়াব পাবে। এবং এ ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার অধিক্ত হব। এগুলিকে উপভোগ করে বান্দা স্বাদ পাবে। এটাই ছিল ইনসানে কামলেরে অবস্থা যার কাছে দুনিয়ার জনিসিরে মধ্যে: নারী ও সুগন্ধি প্রিয় ছিল। তিনি এ দুটোকে ভালবাসতনে আল্লাহর ভালোবাসার সহায়ক হিসেবে, তাঁর রসিলাত ও নরিদশে পঠেঁছে দেয়ার সহায়ক হিসেবে।

-আর যদি বান্দা এ জনিসিগলিকে তার সহজাত স্বভাব, প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ভালোবাসে এবং আল্লাহ যা কিছুকে ভালোবাসনে ও যা কিছুতে সন্তুষ্ট হন সেগুলোর উপর এগুলিকে প্রাধান্য না দেয়; বরং প্রকৃতিগত টানের কারণে এগুলো অর্জন করে থাকনে তাহলে এ ভালোবাসা বধৈ বযিাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য বান্দাকে কোন শাস্তিপতে হব না। তবে, আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর কারণে যে ভালোবাসা সটোর পূর্ণতার মধ্যে কিছুটা ঘাটতি থাকবে।



-আর যদি এগুলো অর্জনই বান্দার চূড়ান্ত টার্গেটে হয়, তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, চেষ্টা-প্রচেষ্টা সব এগুলো অর্জনের পছিন্দে এবং আল্লাহ্ যা কছিক্কে ভালোবাসনে, যা কছির প্রতি সন্তুষ্ট হন সগেলোর উপর এগুলো অর্জন করাক্কে প্রাধান্য দিয়ে তাহলে এ ব্যক্তি নিজরে উপর জুলমকারী ও নিজরে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী।

প্রথমটা হচ্ছ্কে অগ্রসর ঈমানদারদরে ভালোবাসা, দ্বিতীয়টা হচ্ছ্কে মধ্যমমানরে ঈমানদরে ভালোবাসা, আর তৃতীয়টা জালমে তথা গুনাহগার ঈমানদারদরে ভালোবাসা। [ইবনুল কাইয়্যমে রচিত 'আর-রূহ' (১/২৫৪)]

আমাদরে নবী মুহাম্মদ-এর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষতি হোক।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।